

১৮তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ঢাকা, শনিবার, ১২ পৌষ ১৪১৬, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এখানে উপস্থিত প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের। পাশাপাশি দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহকেও আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে দেশের বাইরে অবস্থান করায় প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ৩রা ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে আমি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পারিনি। দেরীতে হলেও এ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত।

সুধিবৃন্দ,

প্রতিবন্ধিতা কোন অসুখ নয়। প্রতিবন্ধিতা মানব বৈচিত্রেরই একটি অংশ। প্রতিবন্ধীরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজের আর দশটা মানুষের মতই তাঁদেরও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধীদের একটু ভিন্ন চোখে দেখা হয়। শুধু প্রতিবন্ধী শিশু বা ব্যক্তিদেরকেই নয়, তাঁদের পরিবারের ব্যাপারেও সমাজের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে।

আবার পরিবারের মধ্যেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন। যেখানে তাঁদের বিশেষ যত্ন ও সেবার প্রয়োজন, সেখানে দেখা যায় তাঁরা উল্টো অবহেলার শিকার হন। অন্যের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমাদের এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

বর্তমান সরকার সুসম উন্নয়নে বিশ্বাসী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমি মনে করি অন্যদের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সার্বজনীন মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা না গেলে সুসম উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।

প্রতিবছর আমরা আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন করি। আমি জানি না এই দিবস পালন সাধারণ মানুষের মধ্যে কতটুকু সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করে। তাই শুধু দিবস পালনের মধ্যেই যেন আমাদের কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ না থাকে। আমাদের মানসিকতায় যাতে স্থায়ী পরিবর্তন আসে, সে ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি মানুষকে সচেতন করতে পারলে অবশ্যই প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন আসবে। এজন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। আমাদের পাঠ্যসূচিতে প্রতিবন্ধীদের প্রতি কী ধরনের আচরণ করতে হবে তা থাকা প্রয়োজন। আমরা ছোট বেলায় পড়েছি, 'কানাকে কানা বলিও না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না।' জানি না এখনকার শিশুদের এসব নীতিবাক্য শেখানো হয় কিনা।

প্রতিবন্ধীদের প্রতি আচরণের বিষয়টি ছোটদের পাঠসূচিতে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাব।
সুধিবৃন্দ,

১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের সকল জনগণের জন্য সমতা, মানব মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে যে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান ব্যক্ত করা হয়েছে। আপনারা জানেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ৪৭টি সাধারণ বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেন।

১৯৭৪ সালের বাস্তবতায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মূলধারার বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম ছিল প্রগতিশীল, যুগোপযোগী ও কার্যকর একটি পদক্ষেপ। ১৯৭৪ সালে ড. মুহাম্মদ কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে যে শিক্ষানীতি প্রণীত হয়, সেখানেও শিক্ষার্থীদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা এবং অভিরুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমের ব্যাপক বিন্যাস করার কথা বলা হয়েছিল।

এই শিক্ষানীতি অনুযায়ী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠলে আজকে প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন শিশুই শিক্ষালাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হত না। স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের দেশ যে পথে যাত্রা শুরু করেছিল, সে অনুযায়ী আজ আমাদের অনেক ভাল একটি জায়গায় থাকার কথা ছিল।

কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট জাতির জনককে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে শুধু এ দেশের স্বাধীনতার স্বপতিকেই হত্যা করা হয়নি, সেইসঙ্গে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার অঙ্গীকারকে এবং বৈষম্যহীন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার সম্ভাবনাকে।

পরবর্তীতে আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত সংস্কৃতি এবং একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শোষণমুক্ত সুখী-সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলার সকল সম্ভাবনাকে নস্যাত্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দীর্ঘ ৩৪ বছর পরে হলেও আমরা জাতির জনকের হত্যার বিচার পেয়ে কলঙ্কমুক্ত ও দায়মুক্ত হতে পেরেছি। আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলবই ইনশাআল্লাহ।

ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মদান ও অগণিত মানুষের পঞ্জত্ব বরণের বিনিময়ে অর্জিত বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। এত ত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত এই স্বাধীনতার সুফল বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ বর্তমান সরকার। 'দিন বদলের সনদ'-এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা এবং তাঁদের প্রতি বৈষম্য নিরসনে আইনটির যথাযথ বাস্তবায়ন আমরা নিশ্চিত করতে চাই।

আমরা ২০০১ সালে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন প্রণয়ন করেছিলাম। এই আইনটি যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আইন ছাড়াও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগ সহজ করা এবং তাঁদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সকল প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে যাতে করে তাঁরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা এরফলে তাঁদের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে গড়ে উঠবে।

আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা ২০১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তি নিশ্চিত করতে চাই। বর্তমানে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের মধ্যে প্রতিবন্ধী শিশুরাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অংশ। কাজেই সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে প্রতিবন্ধী শিশুদের লেখাপড়া করার অসুবিধাসমূহ দূর করতে চাই।

এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়ার পদ্ধতি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা হবে।

অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাভাবিক শিশুদের মত সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ উপযোগী করে তোলার জন্য দেশের সকল জেলায় একটি করে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এজন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা প্রণীত হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তিতে উৎসাহিত ও ঝরে পড়া রোধে আগামী বাজেটে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা বাড়ানো হবে। প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সুধিবৃন্দ,

এটা বাস্তবতা যে আমাদের দেশের বেশীরভাগ প্রতিবন্ধী মানুষই দরিদ্র। দারিদ্র্য ও প্রতিবন্ধিতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। দারিদ্র্য যেমন প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি বাড়ায় তেমনি প্রতিবন্ধিতাও গভীর করে দারিদ্র্যকে। বর্তমান সরকার সারাদেশে একটি সামাজিক সুরক্ষা বেস্টনী গড়ে তোলার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই বাজেটেও আমরা সেই অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছি। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবশ্যই অগ্রাধিকার বিবেচনায় থাকবে। বিশেষ করে যে সকল শিশু, নারী ও প্রবীণ ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তাঁদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে সুরক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

এক্ষেত্রে একটা সমস্যা হচ্ছে আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক পরিসংখ্যান নেই। ২০১১ সালে অনুষ্ঠিতব্য আদমশুমারীতে আমি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিকভাবে গণনা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দিচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

দেশে প্রতিবন্ধী মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ একবারেই সীমিত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভিন্নতাসম্পন্ন চাহিদাকে অনেক চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠান অক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করে। অথচ কাজের প্রতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একাগ্রতা থাকে অনেক বেশী।

সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধিতা উপযোগী কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুসারে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করে তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

আমি কর্পোরেট সেক্টর ও বেসরকারি উদ্যোগীদের আহবান জানাব আপনারাও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করে তাঁদের নিয়োগ প্রদান করবেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দিলে কর রেয়াতের সুবিধা প্রদানের বিষয়টি আমরা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করব।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের উপযোগী অবকাঠামো এবং যানবাহনে যাতে তাঁরা চলাচল করতে পারে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। বিশেষ করে বিআরটিসি বাসে যেন এ রকম ব্যবস্থা থাকে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি।

সুধি,

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আইসিটির গুরুত্ব অনেক বেশী। অন্যান্যদের মত তা কেবল কোন কাজকে দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন করাই নয়, আইসিটির কল্যাণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির এমন সব শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে অংশ নিতে পারছেন, যেখানে আগে তাঁদের কোন সুযোগই থাকার কথা নয়। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে এখন দেখা হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ, যা তাঁদেরকে সমাজে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

বর্তমান সরকার একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজ শুরু করেছে। এই ডিজিটাল বাংলাদেশ অবশ্যই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে হবে না। সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত বৈষম্য বা ডিজিটাল ডিভাইড প্রতিরোধে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করবে। তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী এবং সহজলভ্য করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করতে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদরা অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক অর্জন করতে সক্ষম না হলেও প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদরা স্পেশাল অলিম্পিকে বেশ কয়েকবার স্বর্ণ পদকসহ বিভিন্ন পদক অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শারীরিক শিক্ষা কলেজ এবং বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সরকারি পর্যায়ে শিল্পকলা একাডেমি দেশব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করে থাকে। অথচ প্রতিবন্ধী শিল্পীদের সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ একবারেই সীমিত। প্রতিবন্ধী শিল্পী সৃষ্টিতে এবং তাঁদের জন্য বিশেষ সাংস্কৃতিক উৎসব

আয়োজনের পাশাপাশি মূলধারার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে প্রতিবন্ধী শিল্পীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে শিল্প একাডেমিসহ অন্যান্য একাডেমি কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশ দিচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের সম্পদ সীমিত। এই সীমিত সম্পদের মধ্য থেকেই আমাদের সবার কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য আমাদের পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা প্রয়োজন। সকল মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে সীমিত সামর্থের মধ্য দিয়েও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব।

ইতোমধ্যে সকল মন্ত্রণালয়ে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এখন প্রয়োজন মন্ত্রণালয় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিয়ে সরকার ভাবছে। এক্ষেত্রে ফোকাল মন্ত্রণালয় হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমন্বয়ের কাজ করবে এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে কারিগরী ও বিশেষজ্ঞ সহযোগিতা প্রদান করবে। এছাড়া ইতোমধ্যেই সকল ধরনের প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন সুবিধাসহ একটি প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স তৈরী করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

কর্মজীবী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ঢাকার মিরপুরস্থ জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে মহিলা ও পুরুষ কর্মজীবী প্রতিবন্ধীদের হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রিয় প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনরা,

তোমরা নিজেদেরকে অসহায় ভেবো না। তোমাদের অভিভাবকদের পাশাপাশি আমরাও তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আমি সব রকমের ব্যবস্থা নিব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, যে সকল প্রতিবন্ধী ভাইবোনরা দূরদুরান্ত থেকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্বের সকল প্রতিবন্ধী শিশু, প্রতিবন্ধী নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবন ভরে উঠুক অফুরন্ত আনন্দে; এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে শেষ করছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।